কারবালা ওয়ালাদের উদারতাপূর্ণ আচরণ

28-September-2017

কারবালা ওয়ালাদের উদারতাপূর্ণ আচরণ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

28 - September - 2017

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়িদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি, আমি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারন করবো? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও। তিনি আরয করলেন: দিনের চতুর্থাংশ? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি অধিক দরূদ পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: অর্ধ দিন? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি অধিক দরূদ পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: দিনের তৃতীয়াংশ? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি অধিক দরূদ পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: আমি সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: তবে এই আমল তোমার দুঃখ কষ্টের জন্য যথেষ্ঠ হবে এবং তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম হবে।

(মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১৯৮, হাদীস নং ৩৬৩১)

দূর হো জা'য়ে দুনিয়া কে রঞ্জ ও আলাম হো, আতা আপনা গম দি'জিয়ে চশমে নম।
মাল ও দৌলত কি কসরত কা তালিব নেহী, তুম পে হার দম করোড়ো দরূদ ও সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহাররামুল হারাম মাস আমাদের মাঝে অব্যাহত রয়েছে। এই মাস প্রতিবছর আমাদেরকে শুহাদায়ে কারবালা এবং বিশেষ করে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতি, সৈয়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে একষট্টি (৬১) হিজরী সনে ইসলামের ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার মাঝে এক চরম যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিলো, যাকে কারবালার ঘটনা নামে স্মরন করা হয়, এই যুদ্ধে কারবালার শহীদদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ দৃঢ় প্রত্যয়ী ভূমিকা সকল সত্যের অনুসারীদেরকে মিথ্যাবাদীদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং প্রয়োজনে দ্বীন ইসলামের

www.dawateislami.net

জন্য প্রাণ বিসর্জন করার মহান শিক্ষা দেয়। যদি সুলতানে কারবালা, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলি মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চাইতেন তবে ইয়াজিদ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতা ও শক্তি থাকার পরও রক্ত পিপাসুদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন এবং যুদ্ধে প্রথম আঘাত করেননি বরং তিনি শেষ সময় পর্যন্ত তাদের বুঝাতে থাকেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। কারবালার ময়দানে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের ঘোড়ায় আরোহন করে ইয়াজিদ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং যা কিছু বলেছিলেন, তার প্রতিটি শব্দই মহানুভবতায় পরিপূর্ণ ছিলো। যেমনটি তিনি বলেন: হে লোকেরা! আমার কথা শুনো এবং তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের সেই বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিই, যা আমার উপর আবশ্যক হয়ে গেছে এবং আমার আসার কারণ কি বর্ণনা না করে নিব না। ব্যস! যদি তোমরা আমার অপারগতা গ্রহণ করো, আমার কথার সত্যায়ন করো এবং আমার সম্পর্কে ন্যায়পরায়নতা প্রদর্শন করো, তবে তোমরা এই বিষয়ে সফল হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে কোন প্রশ্নও করা হবে না। যদি তোমরা আমার অযুহাত গ্রহণ না করো তবে শুনে রাখো! অতঃপর এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَیَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۷۱﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ পাকাপাকি করে নাও। পরে যেন তোমাদের কাজের মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। অতঃপর (তোমাদের পক্ষে) যা সম্ভবপর হয় আমার সম্বন্ধে করে নাও! এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنَّ وَلِیِّیَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۫ وَ هُوَ یَتَوَلَّى الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹۶﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার অভিবাবক **আল্লাহ্ই;** যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎকর্মপরায়নদেরকে ভালবাসেন।

www.dawateislami.net

অতঃপর তিনি **আল্লাহ্ তায়ালা**র হামদ ও সানা করার পর (সেই ইয়াজিদ বাহিনীকে) বললেন: তোমরা আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভেবে নাও যে, আমি কে...? তোমাদের জন্য আমাকে হত্যা করা কি জায়িয ও সঠিক...? আমি কি তোমাদের **নবী**র নাতি নই...? সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমার পিতার চাচা নয়...? হযরত সায়্যিদুনা জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কি আমার চাচা নয়...? তোমাদের নিকট কি আমি এবং আমার ভাই সম্পর্কে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণী পৌঁছেনি যে, আমরা দু'জন জান্নাতী যুবকদের সর্দার...? তবে যদি তোমরা আমার কথার সত্যায়ন করো (তবে শুনে রাখো) যে, এটাই সত্য, কেননা আমি সেই সময় থেকে মিথ্যা বলি না, যখন থেকে আমি জানি যে, মিথ্যা **আল্লাহ্ তায়ালা**র অপছন্দনীয় এবং যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো তবে হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্, আবু সা'য়িদ, সাহাল বিন সা'দ, যায়িদ বিন আরকাম বা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও, কেননা তারা সবাই **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে (আমার সম্পর্কে) এই ফযীলত শ্রবণ করেছেন। আমার এই উপদেশে তোমাদের জন্য এমন কোন বিষয় নেই, যা আমার রক্ত প্রবাহ করতে তোমাদের প্রতিহত করতে পারে...? অতঃপর তিনি আবারো বললেন: যদি তোমাদের আমার কথায় বা আমার সম্পর্কে **নবী**র নাতি হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে তবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র শপথ! পূর্ব পশ্চিমে আমি ছাড়া তোমাদের মধ্যে বা তোমরা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ে কোন **নবী**র নাতি বিদ্যমান নেই। বলো তো, তোমাদের কি আমার কাছ থেকে নিজেদের কোন হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার আছে নাকি আমি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেছি যে, তার প্রতিশোধ চাও, নাকি তোমাদের আঘাতের কিসাস চাও (তোমরা কোন জিনিষের প্রতিশোধ চাও)...? সেই দূর্ভাগারা চুপ করে রইলো, তিনি বললেন: হে শাবাচ বিন বিবয়ী, হে হাজ্জার বিন আবজার, হে কায়েস বিন আশ'আশ, হে যায়িদ বিন হারিস! তোমরা কি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনোনি? তারা পরিস্কার ভাবে অস্বীকার করলো এবং বললো: আমরা তো এরূপ করিনি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কেন নয়, **খোদা**র শপথ! তোমরাই তো এরূপ করেছিলে। অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! যদি তোমরা আমার বাইয়াত গ্রহণ করা পছন্দ না করো তবে আমাকে ছেড়ে দাও, যেন আমি

www.dawateislami.net

কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারি। দূর্ভাগা কায়েস বিন আশ'আশ বললো: আপনি ইবনে যিয়াদের আদেশের সামনে মাথা নত করে নিন (তবেই আপনি মুক্তি পেতে পারেন)। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! আমি কখনোই তার বাইয়াত গ্রহণ করবো না। **আল্লাহ্**র বান্দারা! আমি আমার এবং তোমাদের **রব তায়ালার** আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এর থেকে যে, তোমরা আমাকে অপরাধী বানাবে। আমি আমার এবং তোমাদের **রব তায়ালার** আশ্রয় প্রার্থনা করছি, প্রত্যেক সেই অহঙ্কারী থেকে, যে হিসাবের (কিয়ামতের) দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, সুন্নাতি আহদি ওয়াসতিন, ৩/৪১৮-৪১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগা ইয়াযিদ বাহিনীরা উপদেশ সমৃদ্ধ তাঁর এই মহানুভবতার জবাব কঠিন নিপীড়ন এবং কষ্ট দ্বারা দিয়েছে, কিন্তু তাঁকে এরূপ দুঃখ কষ্টের পাহাড়ও সত্য পথ থেকে সরাতে পারেনি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি ও স্বকীয়তায় কোন সল্পতা আসেনি, সত্য ও সত্যনিষ্টতার সমর্থন বিপদের ভয়ানক চাপে ভীত হয়নি এবং বিপদাপদের বন্যায় তাঁর দৃঢ়তায় কোন ভাটা পড়েনি, দ্বীনের প্রেমিক দুনিয়ার আপদ সমূহকে লক্ষ্যই করলেন না। যদি তিনি ইয়াজিদের বাইয়াত করতেন তবে সেই পুরো বাহিনী তাঁরই কদমে থাকতো, তাঁকে সম্মান করা হতো, ধন-ভান্ডারের দরজা খুলে দেয়া হতো এবং দুনিয়ার সম্পদ তাঁর কদমে ছড়িয়ে দেয়া হতো, কিন্তু যার অন্তর দুনিয়ার ভালবাসা শূন্য এবং দুনিয়ার নশ্বরতা যার নিকট প্রকাশমান, তিনি দুনিয়ার প্রকাশ্য রঙ ও রূপে কি আর দৃষ্টি দেবেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দুনিয়ার প্রশান্তির মুখ পদদলিত করলেন এবং সত্যের পথে আসা বিপদাপদকে সন্তুষ্টচিত্তে স্বাগতম জানান এবং এরূপ বিপদাপদের পরও এজিদের মতো ফাসিকে মুলিন (অর্থাৎ প্রকাশ্য গুনাহ সম্পাদনকারী) ব্যক্তির বাইয়াত গ্রহনের খেয়ালও নিজের মোবারক অন্তরে উদয় হতে দেননি, নিজের ঘর লুটিয়ে দেয়া এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত করা গ্রহণ করলেন, কিন্তু মুসলমানদের ধ্বংস মেনে নিতে পারলেন না এবং ইসলামের সম্মানে ত্রুটি আসতে দেননি, খোদার শপথ! কারবালার ময়দানে কারবালা ওয়ালাদের ইসলামের জন্য নিজের প্রাণের নাযরানা পেশ করা, কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য অনেক বড় মহানুভবতাই ছিলো। এছাড়াও এই ব্যক্তিত্বদের আচরণের বিভিন্ন দিক

www.dawateislami.net

মুসলমানদের জন্য অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আসুন! আজকের বয়ানে ক্ষমা, মেহমানদারী এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনা ইত্যাদি সম্পর্কে **"কারবালা ওয়ালাদের মহানুভবতা"** এর ব্যাপারে শ্রবণ করি।

মহানুভবতা হোক এমনই

এক ব্যক্তির নিকট বিশটি কিংবা ত্রিশটি উট ছিলো, কিন্তু সে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছিলো না, কোন এক ব্যক্তি তাকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিলো, অতএব সেই ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাত্রা করলো। যখন সে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর সেবকদের সাথে খাবার খাওয়াতে লিপ্ত ছিলেন, সে মনে মনে ভাবলো যে, হয়ত তিনি আমাকে খাবারে অংশীদার করবেন না। তখনো সে তা-ই ভাবছিলো, তিনি (ইমাম হোসাইন) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে স্নেহস্বরে বললেন: আসুন! আমাদের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করুন। সুতরাং সেই ব্যক্তি খাবারে অংশগ্রহণ করলো। খাবার খাওয়ার পর তিনি (ইমাম হোসাইন) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হাত ধুলেন এবং তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তার চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, চাহিদা শুনে বললেন: আপনার উট গুলো নিয়ে আসুন! এখান থেকেই আপনার উটগুলোকে খাওয়ান। সে লোকটি তাঁর মহানুভবতা দেখে নিজের অজান্তেই বলতে লাগলো: আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! এই দানশীলতা অতুলনীয়।

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, মাকরিমুল আখলাক, ৩/৫১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহানুভবতার কথা কি আর বলবো, কখনো তিনি কারো বিপদ দূর করতেন, কখনো কোন গরীবের চাহিদা পূরণ করতেন, কখনো কোন মুসাফিরকে দান করতেন আর কখনোবা কোন অভাবী ও অসহায়ের কথা শুনতেন তখন সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন, কেননা দানশীলতার এই মহান গুণ তিনি তাঁর **নানাজান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত ছিলো। যেমনিভাবে- **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর

www.dawateislami.net

স্নেহের নাতি সম্পর্কে স্বয়ং ইরশাদ করেন: হোসাইন আমার সাহস ও দানশীলতার উত্তরাধিকারী। (মু'জামুল কবীর, যায়নব বিনতে আবী রা'ফেয়ে আন ফাতেমা, ২২/৪২৩, হাদীস: ১০৪১) সুতরাং তিনি স্বয়ং দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন, আসুন! তাঁর দয়াময় দানশীলতা সম্পর্কে আরো দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি:

এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খেদমতে এক ব্যক্তি নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের অভিযোগ করলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কিছুক্ষন অপেক্ষা করুন! আমার সম্মানি আসছে, আসার সাথে সাথেই আমি আপনাকে বিদায় করে দেবো। কিছুক্ষনের মধ্যেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পক্ষ থেকে এক এক হাজার দিনারের (অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রা) পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে পেশ করা হলো। বার্তাবাহক আরয করলো: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই সামান্য মুদ্রা গ্রহণ করে তা গরীবদের মাঝে বিতরন করে দিন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সমস্ত মুদ্রাই এই গরীব লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং এই মহানুভবতার পরও দেরী হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। (কাশফুল মাহজুব, বাবু ফি যিকরে আইম্মাতাহুম মিন আহলে বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হে, নূরে চশমে ফাতেমা ফরিয়াদ হে।
হে মেরী হাজত মে তায়বা মে মরোঁ, এ্যয় মেরে হাজত রাওয়াঁ ফরিয়াদ হে।
মুফলিস ও না'চার ও হাসতা হাল হোঁ, মাহযানে জু'দ ও আ'তা ফরিয়াদ হে।
বখত কি হে জিচ কদর ভি গুত্তিয়াঁ, সারি সুলঝা দো শাহা! ফরিয়াদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৬-৫৮৮)

রাখালকে ধন্য করলেন

একবার রাসূলের নাতি, শেরে খোদার কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একটি রাখালের পাশ দিয়ে গমণ করলেন, যে ছাগল চরাচ্ছিলো, সেই রাখাল তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এবং উপহার স্বরূপ একটি ছাগল তাঁর খেদমতে পেশ করে দিলো, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আযাদ নাকি গোলাম? সে আরয করলো: হুযুর! আমি গোলাম। তিনি সেই ছাগলটি তাকে ফিরিয়ে

www.dawateislami.net

দিলেন। সে আরয করলো: হুযুর! এটি আমার নিজের ছাগল, তখন তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর তিনি সেই গোলামকে ছাগলের পালসহ তার মালিক থেকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিলেন এবং ছাগলের পাল তাকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুল বিওয়া ওয়াল আকদিয়া, বাবু ফির রিজাল, ৫/৩৮৯, হাদীস: ১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দানশীলতার দয়াময় পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করলাম, আমাদেরও উচিৎ যেন, আমরাও দানশীলতার মতো মহান গুণ নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করি এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মুসলমান ভাইদেরকে সাহায্য করি, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: কিয়ামতের দিন যখন **আল্লাহ্ তায়ালা**র আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা**র আরশে ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারা কারা হবে? ইরশাদ করলেন: (১) যে আমার কোন উম্মতের কষ্ট দূর করবে (২) যে আমার সুন্নাতকে পূনরুজ্জীবিত করবে এবং (৩) যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (বুসতানুল ওয়াজিঈন, মজলিশ ফি কওলিহি তায়ালা ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাঈকা..., ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, যে সম্পদ **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে দান করছেন, তা দ্বারা আপন আত্মীয় স্বজন এবং গরীব অসহায়দের সাহায্য সহযোগীতা করা। আসুন! দানশীলতার প্রেরণা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য দানশীলতা ও সদকা সম্পর্কে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

দানশীলতা ও সদকা সম্পর্কে প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী:

১. দানশীল ব্যক্তি, **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকটবর্তী, জান্নাতের এবং মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফিস সাখা, ৩/৩৮৭, হাদীস: ১৯৬৮)

২. তিনটি বিষয় এমন, যা সম্পর্কে আমি শপথ করতে পারি এবং তা থেকে একটির বিষয়ে আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি, তা স্মরন রেখো, কোন বান্দার সম্পদ সদকা করার কারণে (সম্পদ) কমে যায় না।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস আবী কাবশাতুল আনমারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, ৬/২৯৮, হাদীস: ১৮০৫৩)

www.dawateislami.net

৩. নামায (ঈমানের) দলীল স্বরূপ এবং রোযা (গুনাহের) ঢাল স্বরূপ আর সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনটি পানি আগুনকে মিটায়।

(তিরমিযী, কিতাবুস সফর, বাবু মা'যুকিরা ফিস সালাত, ২/১১৭, হাদীস: ৬১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারবালার ময়দানে কারবালা ওয়ালারা কিরূপ বিপদের সম্মূখীন হয়েছিলো, কিন্তু সেই বিপদের মুহূর্তেও সেই মহান ব্যক্তিরা নিজেদের মহানুভবতায় কোন পরিবর্তন আসতে দেয়নি বরং সেই কঠিন অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে নিঃস্ব হওয়ার পরও নিজেদের দানশীলতার বন্যা বইতে থাকে, আসুন! এপ্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব বিনতে শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মহানুভবতার একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

অভিনব দানশীলতা

কারবালার ঘটনার পর আহলে বাইতদের মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য যেই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো, সে খুবই ভাল লোক ছিলো, সে সারা পথে আহলে বাইতদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেছে এবং তাঁদের সাথে নম্র ব্যবহার করেছে, যখন এই কাফেলা মদীন মুনাওয়ারায় পৌঁছে যায় তখন শেরে খোদার শাহজাদি হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ছোট বোন ফাতেমা বিনতে আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁকে বললেন: এই ব্যক্তি সারা পথে আমাদের প্রতি খুবই খেয়াল রেখেছে, আমাদেরও তাকে কিছু না কিছু উপহার দেয়া উচিৎ। হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: আমরা এই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আমাদের অলঙ্কারাদিই দিতে পারি। সুতরাং উভয় শাহাজাদি নিজেদের হাতের চুরি ইত্যাদি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন এবং দুঃখ প্রকাশও করলেন (যে, এছাড়া আমাদের কাছে আর দেয়ার কিছুই নেই), সেই ব্যক্তি সবকিছু ফিরিয়ে দিলো এবং আরয করলো: যদি আমি সেই খেদমত দুনিয়ার উপকারের জন্য করতাম তবে অবশ্যই এই উপহার সামগ্রী পাওয়াতে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি তো সেই খেদমত শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আপনাদের নৈকট্যতার কারণেই করেছি। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩য় খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পবিত্র আহলে বাইতের উদারতাপূর্ণ আচরণ কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ভক্তি প্রদর্শন এবং আহলে বাইতদের সাথে সদাচরণকারীকে শুধুমাত্র নিজের অলঙ্কারাদি প্রদান করেননি বরং এই বিষয়ে তার প্রতি দুঃখ প্রকাশও করেছেন যে, এগুলো ছাড়া আপনাকে দেয়ার জন্য আমাদের আর কিছু নেই, সেই মোবারক ব্যক্তিদের উচ্চপর্যায়ের আচরণ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের সাথে ভাল আচরণ করে তবে এর প্রতিদানে আমাদেরও তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার প্রতি উত্তম আচরণ করা উচিৎ, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: مَنْ لَمْ یَشْکُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْکُرِ اللّٰہ অর্থাৎ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে **আল্লাহ্ তায়ালা**রও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফিশ শুকরে..., ৩/৩৮৪, হাদীস: ১৯৬২)

এই কাহিনী থেকে এই মাদানী ফুলও অর্জিত হলো যে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের সত্যিকার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য আমাদেরও নিজের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির প্রদীপ জ্বালাতে হবে, কেননা আহলে বাইতের ভালবাসা হচ্ছে, দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন ছাড়াও **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফাআত লাভেরও মাধ্যম। যেমনটি **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফাআত মূলক বাণী হচ্ছে: যে ব্যক্তি ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটাও চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফাআত করি, তার উচিৎ, আমার আহলে বাইতদের সেবা করা এবং তাঁদের সন্তুষ্ট করা। **(বারাকাতে আ'লে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র **প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশধরদের খুশির কারন হয়। আসুন! পবিত্র আহলে বাইতের ফযীলত সম্বলিত আরো **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে আমার আহলে বাইতের মধ্য হতে কোন একজনের সাথে ভাল আচরণ করলো, আমি কিয়ামতের দিন তাকে এর প্রতিদান দিবো।

(জামেয়ে সগীর, হরফুল মীম, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮২১)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য হতে কোন একজনের সাথে দুনিয়ায় উপকার করলো, তাকে প্রতিদান দেয়া আমার প্রতি আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে।

(তারিখে বাগদাদ, হরফুল মীম মান আ'বা আল এবাদালাতি, ১০/১০২, হাদীস: ৫২২১)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: নক্ষত্র আসমানবাসীদের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম এবং আমার আহলে বাইত আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তার মাধ্যম স্বরূপ।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু আহলে বাইত, ৬ষ্ট অংশ, ১২/৪৫, হাদীস: ৩৪১৫০)

কিয়া বা'ত রযা উচ চমনাস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিচ মে হোসাইন অউর হাসান ফুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই পংতিতে নিজেকে সম্বোধন করে এভাবে বলেন: হে রযা! সেই মহানুভব ও রহমতপূর্ণ বাগানের কিযে বাহার, যেই বাগানে রাসুলে কলি হলো; সায়্যিদাতুন নিসা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এবং জান্নাতের যুবকের সর্দার ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا যেই সুবাসিত বাগানের ফুল স্বরূপ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি এবং শাফাআতের মাধ্যম, তেমনিভাবে এই পবিত্র পরিবারের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাও ধ্বংসের কারণ। যেমনিভাবে- **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হযরত ফাতেমা এবং হযরত হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ দের ইরশাদ করেন: যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো এবং যে তোমাদের সাথে আপোষ করলো যেন সে আমার সাথে আপোষ করলো। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফদলে ফাতেমা, ৫/৪৬৫, হাদীস: ৩৮৯৬) অপর এক হাদীসের পাকে বর্ণিত রয়েছে: সাবধান! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা নিয়ে মরলো, সে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় আসবে যে, তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে, এই ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ার প্রতি নিরাশ এবং জেনে নাও! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা অবস্থায়

www.dawateislami.net

মরলো, সে কাফির হিসেবে মরলো এবং কান খুলে শুনে নাও! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা নিয়ে মরলো, তার জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

(শরফুল মাওবদ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

বাগে জান্নাত কে হে বেহরে মদহা খোয়ানে আহলে বাইত।
তুম কো মুশদা নারে কা এ্যয় দুশমনানে আহলে বাইত। (যওকে নাত, ৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা পোষন করার কিরূপ কঠিন শাস্তি রয়েছে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, সর্বদা তাঁদের খুবই আদব ও সম্মান করা এবং আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষন কারীদের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে থাকা, কেননা সঙ্গ নিশ্চয় প্রভাব বিস্তার করে, যদি ভালদের সংস্পর্শ অর্জিত হয় তবে মানুষের মাঝে উত্তম স্বভাব সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অন্তরও গুনাহের প্রতি অনাসক্ত, নেকীর প্রতি আগ্রহী এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের এবং পবিত্র আহলে বাইতদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর এর বিপরীত যদি **আল্লাহ্** না করুন অসৎ সঙ্গ অর্জিত হয় তবে মানুষ না চাইতেও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, তাই আউলিয়া এবং আহলে বাইতের ভক্তি ও ভালবাসা পোষনকারীরই সঙ্গ অবলম্বন করুন, যেন তাঁদের সহচর্যের বরকতে আমাদেরও সেই নেক ব্যক্তিত্বদের আদব ও সম্মান নসীব হয়ে যায়, দূভার্গক্রমে আজকাল মন্দ সহচর্য এমনভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, উত্তম সহচর্য পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তায়ালা**র অনেক বড় নেয়ামত। যা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধন করার মহান মাদানী উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে, নেকীর পথে পরিচালিত করতে এবং তাদের আউলিয়া ও পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসার অমীয় সূধা পান করাতে সদা ব্যস্ত, তাই আমরা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকি এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেকীর প্রতি আগ্রহী এবং আহলে বাইতের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরও করতে থাকুন বরং সকলেই কারবালা ওয়ালাদের উদারতাপূর্ণ আচরণের প্রতি ভক্তির উপহার পেশ করে কারবালার শহীদদের ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে বিশেষকরে

www.dawateislami.net

আশুরায় (৮,৯,১০ বা ৯,১০,১১ মুহাররামুল হারাম) মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য এখনি নিয়্যত করে নিন, এর অনেক বরকত অর্জিত হবে এবং পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

আউলিয়া কা করম, তুম পে হো লা জারম, খুব জলওয়ে মিলেঁ, কাফেলে মে চলো।
আউলিয়ায়ে কিরাম উন কা ফয়যানে আ'ম, লুটনে সব চলেঁ কাফেলে মে চলো।
ইয়া খোদা হার গড়ি রাট হো আত্তার কি, কাফেলে মে চলেঁ কাফেলে মে চলো।
লুটনে রহমতেঁ কাফেলে চলো, সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭২ পৃষ্ঠা)

"ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত" রিসালার পরিচিতি

কারবালা ওয়ালাদের ভালবাসা ও ভক্তি মনের মাঝে সৃষ্টি করতে আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কারামত"** রিসালাটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, এই রিসালায় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্ম, তাঁর ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং কারামত সমূহ ছাড়াও এজিদ এবং এজিদ বাহিনীর ভয়ঙ্কর পরিনতি সম্পর্কে জানার এবং আশুরার ফযীলত সম্বলিত অমূল্য রিসালা, সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অনুবাদ মজলিশের চেষ্টায় এই রিসালাটি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সিন্ধি এবং গুজরাটী সহ মোট সাতটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কারবালা ওয়ালাদের আরো উদারতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে শ্রবণ করি, যেমনটি অধিকার লঙ্ঘনকারীদের ক্ষমা করা এবং মার্জনা সহকারে কর্ম সম্পাদন করাও পবিত্র আহলে বাইতের অতুলনীয় উদারতাপূর্ণ আচরণেরই অংশ ছিলো, ক্ষমা প্রদর্শন করা **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর অনেক প্রিয় একটি সুন্নাতের পাশাপাশি দ্বীনি ও দুনিয়াবী দিক দিয়েও উন্নত স্বভাব, কোরআনে করীমে ক্ষমা ও মার্জনা সহকারে কর্ম সম্পাদন করার আদেশও দেয়া হয়েছে, যেমনটি ৯ম পারার সূরা আ'রাফের ১৯৯ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ
اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾
(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবূব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমা করে দেয়ার বরকতে পরস্পর আপোষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পরস্পরের সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে, পরস্পরের অসন্তুষ্টি নিঃশেষ হয়ে যায়, পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি হয় না। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, কারবালা ওয়ালাদের এই উদারতাপূর্ণ আচরণ অনুকরন করে ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করা, কোন মুসলমানের ভূল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করাতে ক্ষমাকারীর সম্মান কমে যায় না বরং এতে বৃদ্ধি পায়।

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: কাউকে ক্ষমা করার কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** (ক্ষমা প্রদর্শনকারী) বান্দার সম্মানেই বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৫৯২) আসুন! ক্ষমা প্রদর্শন করা সম্পর্কিত কারবালা ওয়ালাদের উদারতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে তিনটি ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) গালি প্রদানকারীকে দোয়া দিলেন

একবার ইসাম বিন মুসতালিক নামক সিরিয়ার এক অধিবাসী যে কিনা মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সামনে তাঁকে এবং তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে গালমন্দ করতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুনাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে ধমক দেয়া বা উগ্র বাক্যালাপ করার পরিবর্তে اَعُوْذُ بِاللّٰہ এবং بِسْمِ اللّٰہ পাঠ করার পর এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবূব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে নিন। এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন খোচা দেয়, তবে **আল্লাহ্**র আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

অতঃপর বললেন: নিজের উপর বোঝা হালকা করো এবং আমি **আল্লাহ্ তায়ালা** প্রতি তোমার এবং আমার মাগফিরাতের দোয়া করছি, এছাড়াও তিনি তার সাথে এরূপ ক্ষমাপরায়নতা, নম্রতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা সহকারে আচরণ করেছেন যে, তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ একেবারেই পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সে এরূপ বলতে বাধ্য হয়ে গেলো وَمَا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ অর্থাৎ দুনিয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন এবং তাঁর পিতা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ এর চেয়ে বেশি প্রিয় আমার নিকট আর কেউ নেই। **(তাফসীরে বাহরুল মুহিত, ৯ম পারা, সূরা আ'রাফ, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ১৯৯/৪৪৬। তাফসীরে কুরতুবী, ৯মস পারা, আল আ'রাফ, ৪/২৫০)**

গালিয়াঁ চুন কর দোয়া দেতে হো তুম, এ্যয় শহীদে কারবালা! তুম পে সালাম।
হে ফালাহ কামরানী নরমী ও আসানী মে, হার বানা কাম বিগড় জা'তা হে নাদানী মে।

(২) গালি প্রদানকারীর প্রতি কল্যাণ কামনা

একবার ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে কেউ গালি দিলো, তখন তিনি (রাগ করা এবং প্রতিশোধ মূলক কাজ করার পরিবর্তে) তাকে নিজের মোবারক জামা এবং এক হাজার দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন। কেউ বললো: আপনি পাঁচটি অভ্যাস একত্র করে নিয়েছেন: (১) ধৈর্য (২) কষ্ট না দেয়া (৩) এই ব্যক্তিকে এমন বিষয় থেকে মুক্তি দেয়া

www.dawateislami.net

যা তাকে **আল্লাহ্ তায়ালা** থেকে দূর করে দেয় (৪) তাকে তাওবা ও লজ্জিত হওয়ার প্রতি প্রলোভিত করা (৫) মন্দ বলার পর প্রসংশা করার দিকে ফিরিয়ে দেয়া। তিনি নগন্য দুনিয়ার বিনিময়ে এসকল মহান বিষয় ক্রয় করে নিলেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২২১)**

আমি নিজের রাগ সংবরণ করে নিলাম

একবার ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর বাঁদি অযু করাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাত থেকে পানির পাত্র তাঁর চেহারার উপর পড়ে গেলো, যার কারণে চেহারায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনি তার দিকে মাথা উঠিয়ে দেখলেন, তখন সে আরয করলো: **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ "এবং রাগ সংবরণকারী" ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি আমার রাগ সংবরণ করে নিলাম। সে আবারো আরয করলো: وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ "এবং মানুষের সাথে ক্ষমাপরায়নতা প্রদর্শনকারী"। বললেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে ক্ষমা করে দিক। অতঃপর আবারো আরয করলো: وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ "এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** অনুগ্রহকারীকে ভালবাসেন"। বললেন: যাও! তুমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত।

(ইবনে আসাকির, যিকরে মান ইসমুহু আলী, আলী বিন আল হোসাইন বিন আলী ইবনে আবী তালিব, ৪১/৩৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! এই ব্যক্তিত্বরা কতই না নম্র স্বভাবের এবং ধৈর্যধারণ কারী ছিলেন, মানুষের ভূলের কারণে তাদের ধমক দেয়া এবং তাদের সাথে বিরূপ আচরণ করার পরিবর্তে তাদের ভূল ক্ষমাকারী ছিলেন, আমরা কারবালার প্রাণ উৎসর্গকারীদের প্রতি ভালবাসার দাবী করি, কিন্তু আমাদের এ নিয়েও ভাবা উচিৎ যে, আমরাও কি অপরের ভূলগুলো ক্ষমা করে থাকি বা তাদের প্রতি সাথে সাথেই প্রতিশোধ নেয়ার আগ্রহ মনের মাঝে জোশ মারতে থাকে এবং কষ্ট প্রদানকারীকে ইটের পরিবর্তে পাটকেল দ্বারা দেয়ার জন্য বড় কষ্ট প্রদানের চেষ্টা করতে থাকে, তাছাড়া বাঁদিকে ক্ষমা করা এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেয়া সম্পর্কীত সর্বশেষে যে কাহিনীটি শ্রবন করেছি, তাতে সেই সব মানুষের জন্য চিন্তার বিষয় যে, যারা নিজেদের চাকর বাকরের সাথে খুবই অশোভন আচরন

www.dawateislami.net

করে থাকে এবং তাদের সামান্য ভূল ত্রুটিতে ধমকা ধমকি করা হয় আর তাদের নিরুৎসাহিত ও মনক্ষুন্ন করা হয়, তাদের ভূল গুলোতে তাদের ভালবাসা সহকারে বুঝান এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্ষমা করে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অনেক বরকত ও রহমত অর্জিত হবে। হাদীসে মোবারাকায় ক্ষমাপরায়নতার অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! ক্ষমা করার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে মোবারাকা শ্রবন করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন লোকেরা হিসাবের জন্য দাঁড়াবে তখন এক আহ্বান কারী ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তির প্রতিদান **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়ার দায়িত্বে রয়েছে, সে যেন উঠে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করবে, যে ব্যক্তির প্রতিদান **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সে যেন উঠে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তারা কারা? যাদের প্রতিদান **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে। আহ্বান কারী বলবে: তারা যারা মানুষকে (ভূলের জন্য) ক্ষমাকারী। অতঃপর তৃতীয়বার ঘোষণা করা হবে: যার প্রতিদান **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সে যেন উঠে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। তখন হাজারো মানুষ দাঁড়াবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মু'জামুল আউসাত, বাবুল আলিফ, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৫৪২, হাদীস: ১৯৯৮)**

২. হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার এটি পছন্দ যে, তার জন্য (জান্নাতে) মহল বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক তবে তার উচিৎ, যে তার প্রতি অত্যাচার করে সে যেন তাকে ক্ষমা করে দেয় এবং যে তাকে বঞ্চিত করে, সে যেন তাকে প্রদান করে আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে যেন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।

(মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, শরহে আয়াত: كنتم خير امة..., ৩/১২, হাদীস: ৩২১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, যখন কেউ আমাদের গালমন্দ করে বা আমাদের সাথে মন্দ আচরন করে তবে পবিত্র আহলে বাইতের উদারতাপূর্ণ

www.dawateislami.net

আচরণের প্রতি দৃষ্টি রেখে ক্ষমাপরায়নতা সহকারে কর্ম সম্পাদন করা। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বনের প্রেরণা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আফুও কর অউর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা, গর করম কর দেয় তু জান্নাত মে রাহোঁঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“সদায়ে মদীনা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে বাইতের সত্যিকার ভালবাসা, ক্ষমাপরায়নতার প্রেরণা, নেকীর প্রতি আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজেও স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে প্রতিদিন **“সদায়ে মদীনা”** লাগানো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগানোকে **“সদায়ে মদীনা”** বলা হয়, আমাদেরও উচিৎ, আমরাও মসজিদকে পরিপূর্ণ করতে এই মাদানী কাজে নিজের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দেয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **সদায়ে মদীনা** এমনই এক পছন্দনীয় মাদানী কাজ যে, যাতে পরকালিন উপকারীতার পাশাপাশি শারীরিক ও দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জিত হয়। আসুন! **সদায়ে মদীনা** লাগানোর দুনিয়াবী উপকারীতা শ্রবন করি:

- ♣ সদায়ে মদীনার বরকতে সকালে সতেজ বাতাস পাওয়া যায়।
- ♣ সদায়ে মদীনার বরকতে পায়ে হাঁটা নসীব হয়, কেননা পায়ে হাঁটার কারণে মানুষ সুস্বাস্থ্যে অধিকারী হয়।
- ♣ পায়ে হাঁটার কারণে মানুষের হজমশক্তি সঠিক থাকে।
- ♣ পায়ে হাঁটার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগ (যেমন; হার্ট এ্যটার্ক, প্যারালাইসিস, পক্ষাঘাত ইত্যাদি) হতে বেঁচে যায়।
- ♣ পায়ে হাঁটার কারণে হাঁড় শক্তিশালী হয়, পায়ে হাঁটার কারণে ওজন মধ্যম অবস্থায় থাকে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদায়ে মদীনা লাগানো (অর্থাৎ নামাযের জন্য মানুষকে জাগানো) **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও সাহাবাদের সুন্নাত, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ফযরের নামাযের জন্য মানুষদেরকে জাগাতে জাগাতে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (তাবকাতে কুবরা, যিকরে ইস্তিখালাফে ওমর, ৩/২৬৩) **সদায়ে মদীনা** লাগানোর কিরূপ বরকত অর্জিত হয়, তার অনুমান এই মাদানী বাহার দ্বারা করুন।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে ডাক এসে গেছে

পাঞ্জাব পাকিস্তানের কসুর জেলার এক স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারর্মম হচ্ছে: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত তো ছিলাম, কিন্তু মাদানী কাজে অলসতার স্বীকার ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ১৪৩১ হিজরীর মুহার্‌রামুল হারামে (জানুয়ারী ২০১০ ইংরেজী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিভিশন মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো, যখন তিনি আমার মাদানী কাজে প্রবল আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন ইনফিরাদী কৌশিশ করে শুধু মাদানী কাজ করার মানসিকতা তৈরী করলেন তা নয় বরং সদায়ে মদীনা নিয়মিত ভাবে দেয়ারও উৎসাহ দিলেন, তাছাড়া এপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী "সদায়ে মদীনা দেখায়ে মদীনা" ও শুনালেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো এবং হাজিরীয়ে মদীনার আশা নিয়ে পরদিন থেকেই আমি এর উপর আমল করা শুরু করে দিলাম। সদায়ে মদীনা শুরু করতেই আমার উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো। আমার ভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকালো যে, এই বছরই আমার **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর সৌভাগ্য নসীব হলো। দয়ার উপর দয়া যে, সদায়ে মদীনার বরকতে আমার বড় ভাইয়েরও হজ্জের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, হজ্জের সফরেই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট বাইয়াত গ্রহনের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়ে গেলো। সম্ভবত এটা মদীনা শরীফের হাজিরী এবং একজন কামিল ওলীর নিকট বাইয়াত হওয়ার বরকত ছিলো যে, আমার যে ভাই পূর্বে নামাযে অলসতার স্বীকার

www.dawateislami.net

ছিলো, কিন্তু এখন সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর প্রতি আগ্রহী হতে লাগলো, জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি আগ্রহী হয়ে গেলো, দাঁড়ি শরীফেরও নিয়্যত করে নিলো। হজ্জ থেকে ফিরার প্রায় দু'মাস পর এক আত্মীয়ের বিয়েতে উপস্থিতি ছিলো, বরযাত্রী আসার সময় হয়েছে, যখনই নামাযের সময় হলো সকলকে উচ্চ আওয়াজে নামাযের দাওয়াত দিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেলেন। যখন অযু করার জন্য অযুখানায় গেলো তখন হঠাৎ হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে সেখানেই পড়ে গেলেন। মুসল্লিরা গিয়ে উঠালেন এবং নিয়ে গিয়ে মসজিদে শুইয়ে দিলেন। মসজিদে শুয়াতেই তার রুহ দেহ পিঞ্জির হতে উড়ে গেলো। সেখানে উপস্থিত সকলে ভাইজানের এরূপ ঈমান তাজাকারী মৃত্যু দেখে আফসোস করার পাশাপাশি ঈর্ষান্বিত হলেন। (চমকদার কাফন, ১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এবং ১২টি মাদানী কাজের আগ্রহ কিরূপ বরকতের মাধ্যম, সুতরাং আমাদেরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ এবং সুন্নাতের খেদমতের মাধ্যমে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য সচেষ্ট থাকা চাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই পর্যন্ত ১০৩টির বেশি বিভাগে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি হলো **জামেয়াতুল মদীনা** বিভাগ, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মনের বাসনার আলোকে ইলমে দ্বীনকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে **জামেয়াতুল মদীনা**র সর্ব প্রথম শাখা ১৯৯৫ ইংরেজীতে নিউ করাচীর এলাকা গোধর কলোনীতে (বাবুল মদীনা, করাচী) খোলা হয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এপর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন; পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিন আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং বাংলাদেশ ইত্যাদিতে **জামেয়াতুল মদীনা** বালক ও বালিকা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে হাজারো ইসলামী ভাই এবং

www.dawateislami.net

ইসলামী বোন ইলমে দ্বীন অর্জন করে শুধু নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবারন করছে না বরং অপরকেও ইলমের ফয়য দ্বারা আলোকিত করতে ব্যস্ত রয়েছে। এই **জামেয়াতুল মদীনা**র বিশেষত্ব হলো, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি ছাত্রদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণও করা হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের সন্তানদেরকে **জামেয়াতুল মদীনা**য় ভর্তি করিয়ে তাদের ইলমে দ্বীন অর্জন করার মাদানী মানসিকতা দেয়া, নিজেও ইলমে দ্বীন অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা কারবালা ওয়ালাদের উদারতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম যে,

- ♣ কারবালা ওয়ালারা রাগ করার পরিবর্তে রাগ সংবরণকারী, মানুষের ভূলকে ক্ষমাকারী এবং সবাইকে ক্ষমা প্রদর্শনকারী ছিলেন।
- ♣ কারবালা ওয়ালারা দুনিয়ায় ফিতনা ফ্যাসাদ থেকে বিরত এবং নিরাপত্তা ও প্রশান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন।
- ♣ কারবালা ওয়ালারা অধিকহারে সদকা ও খয়রাত প্রদানকারী ছিলেন।
- ♣ কারবালা ওয়ালারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জনকারী ছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই পবিত্র পরিবারের চরিত্র ও আচার আচরণের উপর আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতকে আলেকিত করা এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

পায়ে হোসাইন ও হাসান ফাতেমা আলী হায়দার,
হামারে বিগড়ে হুয়ে কাম দেয় বানা ইয়া রব। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে

www.dawateislami.net

ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিচ্ছদের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্ব প্রথম **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: "জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা।" (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫০৪) "যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ তবে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬২৮৫) "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৭৮) **রহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামুল মুরসালিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হতো। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৩৬ পৃষ্ঠা) পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনের হয় আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৪১ পৃষ্ঠা) কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করুন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন; যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৪৩ পৃষ্ঠা) এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ

www.dawateislami.net

রয়েছে: সুন্নাত হচ্ছে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা এবং আস্তিনের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ আঙ্গুল সমূহের মাথা পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) সুন্নাত হচ্ছে; পুরুষের লুঙ্গি অথবা পায়জামা টাখনুর উপর রাখা। (মিরাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা) পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১ম খন্ড এর ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত "সতর" অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হাটু অন্তর্ভূক্ত। (দুররে মুখতার, রুদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আয়ে সুন্নাত কে ফূল,
দেনে লেনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net